শ্রীমণি বন্ধে টিক্‌টিক্ কাঁদে বন্দী সে মহাকাল,
মন্থর পদে ধরণীর বুকে জাগিছে ছন্দতাল,—
স্বপনেরি মতো এলে ঘরে মোর ঘরখানি সুরভিয়া
স্বপনবিলাসী, শ্রীকরকমলে "ব্যথার পরাগ" নিয়া !
সভা করি মোরা বসে ছিনু, সখা, ওমর আমি ও সাকী,
তুমি যেই এলে, সাকী চ'লে গেল ! তুমি তা' দেখনি নাকি ?

প'ড়ো-বাড়ী

—অধ্যাপক শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী, এম্-এ, বিদ্যারত্ন, সাংখ্যভূষণ

ঝর্‌ঝ'রে বাড়ীখানা
হাওয়া লে'গে চূণ বালি খ'সে পড়ে !
চারিপাশে বেজায় জঙ্গল—
ভেরেণ্ডা, নিসেন্দে, নীম, কাসুন্দে, শেওড়া, রাঙাচিতে,—
কত গাছ ; কতই আগাছা ;
বুকভোর উঁচু উঁচু কালো কালো লক্‌ল'কে ঘাস ;
তেলাকুচো, কাঠসীম, দুধকল্মী, কত রকমের লতা।
ঝর্‌ঝ'রে বাড়ীখানা
দেয়ালের ফাটেফাটে অশথের গাছ গজিয়েছে।
ক্ষয়রোগী দেখেছো তো ?—

এখন তখন মরে, হাড় আর চামড়াই সার
জিল্‌জিলে দেহটার সবটুকু ছেয়ে
নীলনীল শিরাগুলো স্নায়ুগুলো কি রকম ফুটে ফুটে থাকে—
দেখেছো তো ?
সেই শিরাস্নায়ুরি মতন
অশথশিকড়গুলো বাড়ীটার জরাজীর্ণ দেহখানা নীল ক'রে দেছে।
আচ্ছা,
বাড়ীরো কি মায়া আছে ?
ওরাও কি মরণের ভয় করে ?
তোমার আমার মতো ওরাও কি পৃথিবীকে ভালোবাসে ?—
না, রে ভাই, মাটি শুধু নয়।
নিজ কানে শোনো যদি, সব ভুল ভে'ঙে যাবে।
মাগো, সে কি কাতর নিশ্বাস !
যত ভারী, তত সুগভীর।
মৃত্যুশয্যাপাশে ব'সে নাভিশ্বাস কখনো শুনেছো ?—
প্রতিবারে মনে হয় এইবার এই বুঝি শেষ !
ওই বাড়ীটার আমি অবিকল এমনি শুনেছি—
মরণ আসন্ন আর সুনিশ্চয়, তবু তা'র বাঁচার কি সাধ !
হাস্‌ছো যে ? হাওয়া ?
হাওয়াইতো—নাভিশ্বাস হাওয়া নয় ?
আর ও'ই চোখ
সে-চোখ যে না দেখেছে তা'র কাছে বোঝানো কঠিন।
বড়োবড়ো ফালাফালা চোখ—
চোখে কিন্তু পাতা নেই—
কঙ্কালের মুখে চোখ যেমন দেখায়, ঠিক তেম্নি চোখ ;

তবু তা'র কালোকালো তারার তলায়
যে-গভীর স্বপন দে'খেছি,
কেউ তা'র থই পাবে ? অসম্ভব।
ওগুলো যে দোর আর জানালা, তা' আমিও কি অস্বীকার করি ?
আচ্ছা, ভাই, তোমার ভিতর
বাইরের জগতের আলোগান আস্‌ছে যে-পথে,
সেও কি জানালা দোর নয় ?—
রক্ত দিয়ে মাংস দিয়ে গাঁথা ঘর, যে-ঘরেতে তুমি বাস ক'র।
তবুও তোমার চোখে
তোমারি আনন্দ দেখি, আশা দেখি, দুঃখ দেখি সকলি তো দেখি।
বলো, এ কি মিথ্যা কথা ?
বাড়ীটার নিষ্পলক চোখ
সে যে আমি কিছুতেই ভুল্‌তে পারি না—
কি করুণ নীরব মিনতি !
সে মিনতি কেউ রাখ্‌বে না —
তোমাদের ভগবানো নয়।
এক দিন ম'রে যাবে—হাঁ, মরেই যাবে।
ইঁটগুলো গুঁড়োগুঁড়ো হ'য়ে ধুলো হবে—রাঙা ধুলো।
মানুষের পায়ে পায়ে ওই রাঙা ধুলো ক্রমে মাটিরি মতন ফিকে হবে।
তা'র বুক দিয়ে
তুমি যাবে, আমি যাবো, আরো কতো প্রাণী যাবে—
কার বুক সকলেই ভুলে যাবো।
তারপর এক দিন ওই মাটি কে'টে কে'টে মজুরেরা ইঁট গ'ড়ে দেবে,
রাজেরা বানিয়ে দে'বে চমৎকার পরিপাটী বাড়ী—
বাড়ীদেরো পুণর্জন্ম আছে।

বলো দেখি—
নতুন বাড়ীটা তা'র আগেকার জন্মকথা ভুলে যাবে কি না ?—
তুমি আমি যেমন ভুলেছি,
এমনি ও' ভুলে যাবে কি না ?
ওর সঙ্গে মিশে যেতে পাই—
গভীর নিশুতি রাতে
নতুন বাড়ীর লোক সকলেই যখন ঘুমোবে
আমরা দু'জন ব'সে গোপনে মনের কথা ক'বো।
তোমাদের ঈশ্বরকে ব'লে ক'য়ে এইটুকু ক'রে দিতে পারো ?
এ তো আর দয়া নয়—নয়ই বা কেন ? দয়াই তো ;
তবে বাঁচাবার নয়, মা'র্‌বার দয়া—
এ-দয়ার খ্যাতি তাঁর আছে।

স্বামী

যেখানে রেল লাইন ক্ষেতের ভিতর দিয়ে বহু দূর চলে গিয়েছে, ঠিক তারি পাশেই ছোট একটা বর্ম্মাবস্তি। মেল ট্রেণ সেখানে থামে না, থামে শুধু মেমিওয়র লোক্যাল ট্রেণ।

দু ধারে সারি সারি ঘর আর তার ওই বক্ষ চিরে গিয়েছে লাল কাঁকরে বাঁধান ছোট্ট রাস্তাটি। ধানী পাতার ছাওয়া ঘরগুলি কাঠের পাটাতনের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। অতি বর্ষায় কারও কারও ঘরের চাল ফুঠে হ'য়ে বাদল ঝরতে থাকে ; আবার জ্যোৎস্না রাতে